53

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...06 JUN 1998... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...৩...

ভেঙে যাওয়া ডাকসু নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া কি?

শর্মিষ্ঠা সাহা

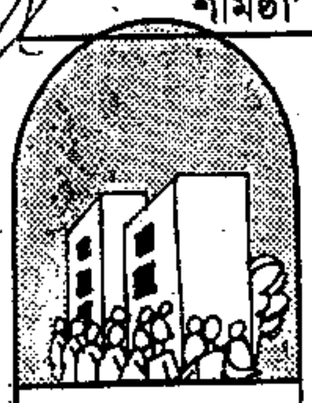

বাংলাদেশে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' উচ্চ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যস্থল। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে এর বেশ খ্যাতি ছিল একসময়ে। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে ভবিষ্যৎ গড়ার আশায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ৪টি ইউনিটের যেকোন একটিতে টিকলেই হলো। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পদ্ধতিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে গৌরব করার অধিকার আপনার হাতের মুঠোয়। বহু বাবা–মা আছেন যারা ছেলেমেয়েকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখেন; কিন্তু গত কয়েক বছরে তাদের এই স্বপ্ন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, অরাজকতা শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। ঢাকার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র ভরসা আবাসিক হলগুলো তাদের জন্য নিরাপদ নয়। অভিভাবকের প্রতি মুহূর্তের দুর্ভাবনা তাদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে। ছাত্রের পরিবর্তে অছাত্রের দাপটে কম্পমান বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে তাদেরই প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদ অর্থাৎ ডাকসু। ১৯৯০ সালের ৬ জুন সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনের ৩ বছর পরই ডাকসু কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৯৩ ও '৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেন; কিন্তু তৎকালীন বিরোধীদলের অঙ্গ সংগঠন এবং একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে গৃহীত উদ্যোগও একইভাবে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবৎ অকার্যকর ডাকসু ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি।

বহু প্রতীক্ষার পরে গত ২৭ মে ১৯৯৮ রাতে কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডাকসু গঠনতন্ত্রের কয়েকটি ধারা সংশোধন করার ফলে ডাকসু বিলুপ্ত হয়। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ডাকসু'র মেয়াদ হবে ৩৬৫ দিন। ৩৬৫ দিন পার হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন করা সম্ভব না হলে ডাকসু বাতিল হয়ে যাবে। নির্বাচনে শুধুমাত্র নিয়মিত ছাত্রছাত্রীরাই অংশ নিতে পারবে।

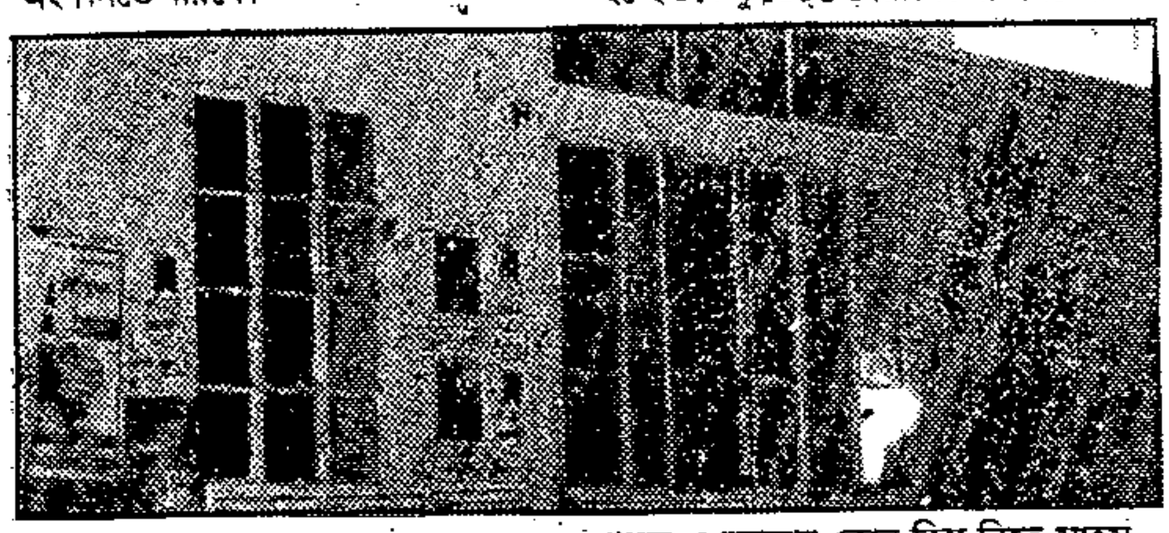

দীর্ঘ ৮ বছর পর কার্যত অকার্যকর ডাকসু বিলুপ্ত হলো। এ পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তা তাদের মুখ থেকেই শোনাযাক।

ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী মিরানা। ডাকসু ভেঙে দেয়াতে খুশি। তার ভাষায়, অনেক আগেই ভেঙে দেয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে ডাকসু নির্বাচনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা দরকার বলে মিরানা মনেকরেন।

মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আতিক। পরীক্ষা সামনে বলে ডাকসু নিয়ে তেমন কিছু ভাবছেন না জানালেন। তবে ঘটনাটা ঘটায় অখুশি নন।

রহিম মহসীন হলের ছাত্র। ডাকসু ভেঙ্গে যাওয়াতে খুশী হয়েছেন। পত্রিকায় খবরটা পড়ে তার মনে হয়েছে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগটা ঠিকই আছে।

এরিখ মাস্টার্স পরীক্ষার রুটিনের অপেক্ষায় আছেন। ডাকসু বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছেন; কিন্তু এর বাস্তবায়ন দেখতেআগ্রহী।

ইংরেজি বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ৬ জন ছাত্রী। তারা জানতে পেরেছেন তাদের পরীক্ষার তারিখ আর পিছানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণটা হচ্ছে ডাকসু ভেঙে দেয়া। ডিপার্টমেন্টের প্রধান এ অবস্থায় কোন রিস্ক নিতে সাহস পাচ্ছেন না। তাই তারা সকলেই টেনশনে আছেন। কোর্স ঠিকমত শেষ হয়নি। এ অবস্থায় পরীক্ষা দিতে হলে মুশকিল বটে।

শায়লা পারভীন নৃ–বিজ্ঞানের ছাত্রী। তার ভাষ্য, ডাকসু ভেঙে দিয়ে খুব ভাল হয়েছে। এতদিনের অকার্যকর ডাকসু ভেঙে দেয়াতে সবাই আবার ভোট দেয়ার অধিকার ফিরে পেয়েছে। তবে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হতে হবে।

জিয়াউর রহমান হলের ছাত্র শাহজাহান বললেন, ডাকসু তো অচলই ছিল। তবে পূর্বের সংবিধান অনুযায়ী নতুন নির্বাচন হয়ে তারপর ভাঙলে ভাল হতো। তবুও ভাল যে, ভাঙলো শেষ পর্যন্ত। এখন অনেকে নির্বাচন করার সুযোগ পাবে। এতদিন ইচ্ছা থাকলেও এটা সম্ভব ছিল না।

বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র বুলবুল জানালেন, শতকরা ৯৫ জন ছাত্রছাত্রী চায় নতুন ডাকসু হোক। এবার নতুন যে সংবিধান হলো তার দরকার ছিল অবশ্যই। আশা করছি অচলাবস্থা কেটে গিয়ে নতুন নির্বাচন হবে।

ইতিহাস বিভাগের ছাত্র রুবেল জোর দিলেন নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ওপর। এখনও হলগুলো বহিরাগত মুক্ত হয়নি। সন্ত্রাসীরা রয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি দূর হওয়া দরকার।

জাহাঙ্গীর মনে করেন, ডাকসু ভেঙে দেয়া খুব জরুরি ছিল। এবার ডাকসুতে নতুন নেতৃত্ব আসবে। তারা ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এটাই প্রত্যাশা।

পলাশ বসাক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। নতুন নির্বাচনের আশা করছেন। তবে হবে কিনা সে ব্যাপারে শংকামুক্ত নন। পলাশ মনে করেন সন্ত্রাসীরা এবং বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠন হয়তো নির্বাচনে বাধা দেবে। ইতোপূর্বেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

রোকেয়া হলের ছাত্রী দীনা মনে করেন, হলগুলোতে থাকার পরিবেশ, ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে তবেই ডাকসু নির্বাচন দিতে হবে।

মুক্তি, মিলি, রিফাত, অনিমেষ সবাই মনে করেন ডাকসু ভেঙে দেয়াটা দরকার ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলে নতুন একটা নির্বাচনের প্রত্যাশায় আছেন।